ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৪ | অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং | এপ্রিল-২০১৮/২৫৬২—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

'মেত্তা'র আবশ্যিকতা

মেত্তা শব্দটা পালিশব্দ। বাংলায় বলা হয় মৈত্রী। এই মৈত্রী যে কি অসাধারণ শক্তিশালী একটি শব্দ তা অনুধাবন করতে হলে এর অনুশীলন করা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতে পারে মেত্তার অর্থাৎ মৈত্রীর আবার অনুশীলন কি? অনুশীলন নেই? অবশ্যই আছে। যেকোনো একটি শব্দের অর্থ আমরা অভিধান খুললেই জানতে পারি। কিন্তু সেই শব্দটির অর্থাৎ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তাকে আত্মস্থ করা প্রয়োজন। তা না হলে প্রকৃত অর্থে শব্দটির অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন এই মেত্তার কথাই ধরা যাক। এর অর্থ সর্বজনবিদিত। বুদ্ধ সকলের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষন করার কথা বলেছেন। বুদ্ধের অনুগত সকলেই সে কথা মানেন এবং সময় সুযোগ মতন মৈত্রী ভাবনা করে থাকেন। কিন্তু সেই ভাবনা তার মনের কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে তা পরীক্ষা সাপেক্ষ। কোন মানুষের স্বার্থ বিরোধী কোন ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রী ভাবনা মন থেকে উধাও হয়ে যায়। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। বিঘ্নকারী ব্যক্তির প্রতি মনে বিদ্বেষ ভাবের উদ্ভব হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এইসব স্বার্থ জয় করতে না পারলে মৈত্রী ভাবনার সার্থকতা কোথায়?

২৫৬২তম বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ভারতবর্ষের ঘোষিত নীতি সাম্যবাদ। এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও নাগরিকদের আচার আচরণ দেখে এই রাষ্ট্রের মানুষ সেইভাবে কতখানি নিষিক্ত তা প্রশ্নের সম্মুখীন। তা না হলে মূর্তির উপর আঘাত কেন? সম্প্রতি দক্ষিন ত্রিপুরার বেলোনিয়ায় লেনিনের মূর্তির উপর আঘাত করা হয়। উত্তরপ্রদেশে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতির মূর্তি এবং বাবাসাহেব ডা. ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তি ধ্বংস করা হয়। তামিলনাড়ুতে পেরিয়ার রামস্বামীর মূর্তি বিনষ্ট করা হয়। এখন প্রশ্ন মূর্তির উপর আঘাতের অর্থ কি? একটা নির্জীব পাথরের মূর্তিকে বিনষ্ট করার মধ্যে কোন্ মহৎ কাজ লুকিয়ে আছে, কেউ কি ব্যাখ্যা দিতে পারেন? এতো মনে হয় দুর্বলের এক অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র। জীবিত মানুষদের বিশ্বাসে আঘাত করতে না পেরে সেই বিশ্বাসের প্রবক্তার মর্মর মূর্তি মলিন করা অথবা ভেঙে ফেলা হোল সকলের অলক্ষ্যে।

বামিয়ানের পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ বিশাল বুদ্ধমূর্তিকে তালিবানরা কামান দেগে ধ্বংস করল। বুদ্ধের এতে কোন্ ক্ষতি বা বৃদ্ধি হোল? বৌদ্ধদের কোন্ ক্ষতি হোল? বুদ্ধের প্রতি অনুগত মানুষদের ব্যাপারটা খারাপ লাগলো। বিশ্ব শুদ্ধ মানুষ তালিবানদের নিন্দা করল। এর বেশী কিছু কি হোল? জাপান

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের ৯৯তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

মধ্যকোলকাতস্থ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে, বিগত ৯-১৩ই এপ্রিল, ২০১৮ গণ প্রব্রজ্যা, সংঘদান, ধর্মসভা এবং ধ্যানানুশীলনের কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এ বৎসর ৭ জন যুবক প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হয়।

১০ই এপ্রিল সকালে এক সংঘদান সভার মাধ্যমে ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার দ্বিতীয় সংঘরাজ তথা বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের ৯৯তম জন্মজয়ন্তী পালন তথা স্মরণসভা আয়োজিত হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, ড. বি. পি. বড়ুয়া, শ্রী অমূল্যরঞ্জন বড়ুয়া, ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশরঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী দীপক চৌধুরী, পূজানীয় সংঘরাজের জীবনের নানবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনার স্মরণ করেন। ১৩ই এপ্রিল এই উদ্দ্যেশে আয়োজিত একদিবসীয় ধ্যান শিবিরের পরিচালনা করেন বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎবুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। শিবিরে ৩০জন ধ্যানানুশীলন করেন।

ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড. ভীমরাও আম্বেদকরের ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

All India Federation of Bengali Buddhist-এর উদ্যোগে ভারতরত্ন বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান যথাযত মর্যাদা সহকারে পালিত হল। ১৪ই এপ্রিল ২০১৮ সকালে কলকাতা ময়দানস্থ বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে Federation-এর পক্ষে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া। অপরাহ্নে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রার্থনাকক্ষে বাবা সাহেবের জীবন ও আদর্শ নিয়ে এক আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন Federation-এর সভাপতি ড. ব্রাহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া এবং মুখ্য বক্তা ছিলেন সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক শ্রী পিনাকী বড়ুয়া। সভায় বর্তমানের প্রেক্ষিতে বাবা সাহেবের জীবনের নানাবিধ প্রতিকূলতা, তার প্রতিকার এবং জীবনাদর্শ বিশদভাবে আলোচিত হয়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, শ্রী তপন মণ্ডল, শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া, অধ্যাপক রাহুল বড়ুয়া প্রমুখ বাবাসাহেবের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে শেষপর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি দেবলীনা সেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

সরকারের টাকায় তা আবার পুনঃনির্মিত হচ্ছে। বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তি ধ্বংস করে কিন্তু বাবাসাহেবের কোন ক্ষতি কেউ করতে পারেনি। বাবা সাহেব সমাজকে যা দেবার পরিপূর্ণ ভাবে দিয়েছেন। এই ঘটনা শুধু ওনার আনুসারীদের বিশ্বাসের উপর একটা আঘাত মাত্র। চোরাগোপ্তা আক্রমন, পেছন থেকে ছুরি মারা, কখনোই সঠিক রাজনৈতিক পথ নয়। যাই হোক রাজনীতির কথা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা আলোচনা করবেন, সেটা আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচ্য হোল যে ব্যক্তিসত্তাকে উপলক্ষ করে তার মুর্তি গড়া হোল এবং তার পূজা করা হোল, তার মুর্তি ধ্বংস করে তা কিন্তু খর্ব হোলনা। একটা সাময়িক উত্তেজনা ছড়ালো বটে, কিছু মানুষ যে তার বিরুদ্ধতা করছে তাও বোঝা গেল, কিন্তু আদতে মানুষের মনে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হোলনা।

ভারত স্বাধীন হয়েছে সত্তর বছর অতিক্রান্ত হোল। রাষ্ট্রের ঘোষিত নীতিগুলো এতদিনে দেশের অধিকাংশ মানুষের মনে সুপ্ত হয়ে থাকার কথা। কিন্তু আমরা দেখছি সেই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে মানুষের হৃদয় কাঁপছেনা। তামিলনাড়ুতে একটি বাইশ বছরের যুবক তার চেয়ে উঁচু জাতের একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে বলে তাকে পিটিয়ে মারা হোল। গুজরাটে একটি দলিত যুবককে ঘোড়া পালন করা এবং তাতে আরোহন করার অপরাধে পিটিয়ে হত্যা করা হোল। মধ্যপ্রদেশের ছতরপুর জেলায় এক দলিত যুবককে তার নিজের বিবাহে একটি সুসজ্জিত গাড়ী ব্যবহার করার জন্য বেধড়ক পেটানো হোল। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভায় যোগদান করার জন্য কুশীনগর জেলায় এস. সি. সম্প্রদায়ের মানুষদের সাবান ও শ্যাম্পু দেওয়া হোল। গুজরাটের একটি গ্রামে ক্রুনাল মাঘেরিয়া নামে এক যুবককে গোঁফ রাখার কারণে পেটানো হোল। এমন অজস্র ঘটনা ঘটে চলেছে সারা ভারত জুড়ে। আপার কাস্ট মানুষদের মনোভাবের বদলের কোন ইঙ্গিত কি দেখা যাচ্ছে? বরং তা জীইয়ে রাখা অথবা বর্ধিত করার এক চেষ্টা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়ে দলিতরা আশঙ্কা করছে যে তাদের সাংবিধানিক সুরক্ষা খর্ব হচ্ছে। এমন আশঙ্কা থেকেই ভারত বন্ধের মতন আন্দোলনে তাদের সংগঠনগুলি সামিল হোলো। যে দলিতদের অধিকার সুরক্ষিত করতে আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগে বাবা সাহেব আম্বেদকর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একশত বছর পরেও সেই একই সমাজের একি অবস্থা আমরা দেখছি?

সাধারণ মানুষের মনের গুণগত পরিবর্তন যদি সাধিত না হয় তাহলে আইন করে কি তার বদল সম্ভব? সমাজ নেতারা রাজনীতির শিকার। রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টি অস্বচ্ছ। এখন একমাত্র আধ্যাত্মিক নেতারাই পারে মানুষের মনে মেত্তার জাগরণ ঘটাতে। মেত্তার শক্তি সম্বন্ধে অবহিত করতে। অক্রোধের দ্বারা যে ক্রোধকে জয় করা যায়, সাধুতার দ্বারা যে অসাধুতাকে জয় করা যায় সেই বিশ্বাসে মনকে স্থিত করতে।

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

নিজেদের অধিকার রক্ষায় ২৮ এপ্রিল দলিত-সংখ্যালঘুদের মহামিছিলের আহ্বান

দেশে দলিত নির্যাতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং এস.সি., এস.টি. আইন বদলের বিরোধীতায় আগামী ২৮শে এপ্রিল কলকাতায় দলিত এবং সংখ্যালঘুদের যৌথ মহামিছিল সংগঠিত হচ্ছে। দলিত নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষে ২১শে এপ্রিল কলকাতাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায় আয়োজিত এই সভায় উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভার আহ্বাহক শ্রী নীতিশ বিশ্বাস জানান যে আগামী ২৮শে এপ্রিল সকাল ১১টায় শিয়ালদহের নেতাজী মঞ্চে এবং হাওড়া স্টেশন থেকে দুটি মিছিল ময়দানস্থ রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হবে এবং সেখানে দেশজুড়ে দলিত নির্যাতনে বিরুদ্ধে এই সমাবেশ শুরু হবে।

ভারতীয় জাদুঘরে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে অশোকের শিলালিপি প্রদর্শন

১৯১৫ সালে কর্ণাটকের মাস্কি গ্রামে সোনার খনি খুঁজতে গিয়েছিলেন বিলাতের একজন ইঞ্জিনিয়ার। সেই সময়ে সেখানে তার চোখে পড়ে একটা প্রাচীন দেওয়াল। সেই দেওয়ালে তিনি দেখেন হিজিবিজি কিছু লেখা। এইসব লেখা তিনি পড়তে পারেন নি। এজন্য তিনি তৎকালীন ভারতের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষন বিভাগকে জানিয়ে ছিলেন লেখাগুলি পড়বার ব্যবস্থার জন্য। এই বিভাগের বিশেষজ্ঞরা সেই লিপিগুলি পড়ে বুঝতে পারলেন যে এই লিপিগুলি প্রিয়দর্শী অশোকেরই। তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল আফগানিস্তান থেকে কর্ণাটক পর্যন্ত। কর্নাটকের মাস্কি ছাড়াও এই অঞ্চলের আরও নয় জায়গায় অশোকের লিপি পাওয়া গিয়েছে। এইসব শিলালিপি খুঁজে পাওয়ার পেছনে রয়েছে অনেক গল্পও।

কর্নাটকের ভীমা নদীর পাড়ে একটি পাথরের তৈরি প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরের ভিতরে ছিল পাথরের তৈরি একটি বহু পুরানো বিগ্রহ। নানা কারণে এইটি ভেঙ্গে যায়। নতুন বিগ্রহ বসানোর জন্য বেদীসহ পুরানো বিগ্রহটি বাইরে আনা হয়। তখনই ইতিহাসবিদ্‌দের নজরে পড়ে বেদীতে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা রয়েছে অশোকের বাণী। তাঁর রাজধানী পাটলীপুত্র থেকে সুদূর কর্নাটকে কেন সম্রাট অশোক এতগুলি শিলালিপি স্থাপন করলেন, কেনই বা দাক্ষিণাত্যে ব্যবহারহীন পালিভাষায় লিপি লেখালেন তার ব্যাখ্যা দিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেন একদল বাঙালী। এঁরা হলেন কর্নাটকের একজন বড় আমলা অম্লান আদিত্য বিশ্বাস, শিলালিপি ব্যাখ্যাকার রনবীর চক্রবর্তী, ইতিহাসবিদ্ ভৈরব প্রসাদ সাহু ও কৃষ্ণমোহন শ্রীমালি। এঁরা সকলেই তথ্যচিত্র নির্মানের সময়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপিকা সুস্মিতা বসু মজুমদারের তত্ত্বাবধানে। তথচিত্র নির্মাতাদের মতে অশোকের সময়ে কর্নাটকে সোনা ও লোহার খনি ছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সেইখানকার খনির উপরে নিজের অধিকার কায়েম রাখতে চেয়েছিলেন সম্রাট অশোক। বহুক্ষেত্রে শিলালিপিগুলি খনির লাগোয়া এলাকায় মিলেছে। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১৮ এই তথ্যচিত্রটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদর্শন করা হয় ভারতীয় জাদুঘরের সভাগৃহে।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেডকরের ১২৮তম জন্মদিন

কেন তিনি এত প্রাসঙ্গিক

সুরঞ্জন দাস

আম্বেডকরের চিন্তাভাবনা আজ যে ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, স্বাধীনতার পরে বোধ হয় সেটা ভাবা যায়নি। স্বাধীনতার মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সমতা এবং ন্যায়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত যে ভারতের আশা জাগিয়েছিলেন, তা আজও অপূর্ণ। ভারতের নিম্নবর্গের চোখে আম্বেডকর দ্রুত এক জাতীয়তাবাদী প্রতীকে পরিণত হচ্ছেন, নিম্নবর্গের মানুষ তাঁদের জীবনসংগ্রামে আদর্শগত শক্তি ও প্রেরণার জন্য বাবাসাহেবের শরণ নিচ্ছেন।

জাতপাত এবং অসম্পৃশ্যতার কঠোর বিরোধিতায় আম্বেডকরের অবিচল অবস্থানের প্রতি সরকার মৌখিক সমর্থন জানালেও ভারতে দলিতদের উপর আক্রমণের ঘটনা অব্যাহত। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারেই, ২০০৭ থেকে ২০১৭-র মধ্যে দলিতদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের ঘটনার সংখ্যা প্রায় ৬৬ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৭ সালে দলিতদের বিরুদ্ধে অপরাধের বহু ঘটনা আমাদের মনে আছে। এ বছর পয়লা জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের ভীমা কোরেগাঁওয়ের যুদ্ধের দু'শো বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে দলিতদের উপর উচ্চবর্ণের আক্রমণ এবং তার ফলে সংঘর্ষের কাহিনি তো স্মৃতিতে তাজা—সেই ঘটনায় একজনের প্রাণ গিয়েছিল। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি জনজাতি (অত্যাচার রোধ) আইনের প্রয়োগ শিথিল হওয়ার ফলে দলিতদের ক্ষোভ তীব্রতর হয়েছে। দলিতদের মুক্তির জন্য, সমাজের মূলস্রোতে তাঁদের সসম্মান ভূমিকা অর্পণের জন্য আম্বেডকরের প্রবল আগ্রহ ও সংগ্রাম স্বভাবতই বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সুযোগবঞ্চিত মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রতি আম্বেডকরের আগ্রহ তাঁকে মেয়েদের অধিকার ও মুক্তিরও এক প্রবক্তা হয়ে ওঠার প্রেরণা দিয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি তিনি চেয়েছিলেন, আত্মমর্যাদার দাবিতে মেয়েরা সংগঠিত হোন, সক্রিয় হোন। ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে মুম্বইয়ে রমাবাইয়ের তৈরি একটি নারী সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন আম্বেডকরের স্ত্রী। ১৯৩০ সালে নাশিকে তাঁর আয়োজিত কালারাম মন্দির সত্যাগ্রহে প্রায় পাঁচশো মহিলা যোগ দেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে তবেই মেয়েদের বিয়ে করা উচিত, স্বামীর আজ্ঞাবহ এবং বহু সন্তানের জননী হয়ে জীবন কাটানোটা তাঁদের লক্ষ্য হতে পারে না। বাল্যবিবাহ এবং দেবদাসী প্রথার বিরোধিতায় তিনি ছিলেন মুখর, হিন্দু মেয়েদের সক্ষমতার স্বার্থে হিন্দু কোড বিল প্রণয়নের জন্য জোরদার চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি।

আধুনিক ভারত বলতে তিনি যা বুঝতেন, সেটা কেবল জাতপাতের বৈষম্য দূর করাতেই সীমিত ছিল না, জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাও এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। *জার্নাল অব ইন্ডিয়ান ইকনমিক সোসাইটি*-তে ১৯১৮ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি কৃষিজাতের ক্ষুদ্র আয়তনকেই ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতার একটি বড় কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং বলেন, কৃষিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি সমবায় প্রথায় চাষই সীমিতউপকরণে ফলন বাড়ানোর পথ। পাশাপাশি তিনি শিল্প উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছিলেন, তাঁর মতে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কৃষির সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্যও শিল্পের উন্নতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ, সড়ক, পরিবহন, যোগাযোগ এবং সেচের উন্নতি আবশ্যক, এবং তাতে সরকারের বড় ভূমিকা নেওয়া দরকার। বহুমুখী নদী পরিকল্পনার উপর বিশেষ জোর দেন তিনি। দেশের সুস্থায়ী উন্নয়নের দিশা খুঁজতে তাঁর এই চিন্তাধারা আজও মূল্যবান।

আম্বেডকরের উন্নয়ন-চিন্তায় সামাজিক ন্যায়ের খুব বড় জায়গা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, শিল্পয়ান হোক একটা 'সামাজিক ভাবে কাম্য' স্তরে এবং সমস্ত ভারতবাসী দেশের শিল্পসম্পদের অংশীদার হোক। শ্রমিক কল্যাণের কথাও তিনি গুরুত্বসহকারে ভেবেছিলেন, ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তিনি শ্রমিক-কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা, ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি এবং শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তির আইনি ব্যবস্থার জন্য জোরদার সওয়াল করেছিলেন। আজও শ্রমিক এবং শিল্পমালিকদের মধ্যে গঠনমূলক কথোপকথনের পরিবেশ তৈরিতে তাঁর এই ধারণাগুলি প্রাসঙ্গিক।

আম্বেডকর জানতেন, অর্থনীতিকে খোলা বাজারে হাতে ছেড়ে দিলে উন্নয়নের সমতা আসবে না। তাই তিনি চেয়েছিলেন একটি গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকার অর্থনীতির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। আম্বেডকর-গবেষকরা বলেন, তাঁর চিন্তা 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র'-এর ধারণাটির প্রতি অনুকূল ছিল, *স্টেটস অ্যান্ড মাইনরিটিজ* গ্রন্থে তা স্পষ্ট। চেয়েছিলেন কৃষিজমি ও প্রধান শিল্পগুলির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকুক। জাতীয় উৎপাদন বন্টিত হোক জাতপাত বা মতাদর্শের বিচার না করে। ভারতীয় রাষ্ট্র এখন জনকল্যাণের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে তৎপর, সেই ভুল পথ থেকে তাকে যথাযথ দিশায় আনার কাজে আম্বেডকরের ভাবনা একটা স্বাস্থ্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

আম্বেডকর বুঝেছিলেন, একটা উদার রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য সাক্ষরতার প্রসার চাই, এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষকে নিয়ে আসা চাই উচ্চতর শিক্ষার পরিসরে। তাই তিনি স্লোগান তুলেছিলেন : এডুকেট, অ্যাজিটেট অ্যান্ড অর্গানাইজ—শিক্ষিত করো, আন্দোলন গড়ে তোলো এবং সংগঠিত করো। তাঁর দাবি ছিল, ছাত্রছাত্রীদের এমন ভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে তারা 'সৃষ্টিশীল মন'-এর অধিকারী হতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষার্থীকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে বিচার করতে শেখে, কোনটা তথ্য এবং কোনটা অভিমত। তাকে শিখতে হবে, বিভিন্ন বিষয় কী ভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়, প্রত্যেকটি প্রশ্নকে কীভাবে, কোনও পূর্বনির্ধারিত তত্ত্বের মোহে আবিষ্ট না হয়ে তার নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হয়। যার মত আমি একেবারেই মানি না, তার অবস্থানকেও সুষ্ঠু ভাবে, এমনকী সহানুভূতির সঙ্গে পেশ করতে জানার শিক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান। একটা ধারণাকে মেনে নেওয়া বা নাকচ করার আগে সেটি যাচাই করে দেখা, তার পরিণাম বিচার করা, এগুলো সুশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।"

মুক্ত চিন্তাও নির্ভীক বিচারবুদ্ধির বিকাশই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ও গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেটা আম্বেডকর জোর দিয়ে বলেছেন। লক্ষণীয়, তিনি চেয়েছিলেন, স্কুলশিক্ষার পরেই ছেলেমেয়েরা আইন পড়ুক। সাংবাদিকতা বিষয়ও তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা ছিল, তিনি মনে করতেন সাংবাদিকরা যেন সামাজিক ন্যায়ের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। *মূক নায়ক, বহিষ্কৃত ভারত, সমতা* বা *জনতা*-র মতো পত্রপত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংযোগের কাহিনি জানিয়ে দেয়, সৃষ্টিশীল সাংবাদিকতাতেও তাঁর অনেক অবদান ছিল। আম্বেডকরের চিন্তা অনুসরণ করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষা হল সামাজিক মূলধন, তাই তাকে বেসরকারি পুঁজির হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না।

একটা উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সচল রাখার তিনটি শর্ত চিহ্নিত করেছিলেন আম্বেডকর : হিংসা বর্জন করা এবং জনসাধারণের ক্ষোভবিক্ষোভের মোকাবিলার জন্য সাংবিধানিক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া; বীরপূজা পরিহার করা; রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সামাজিক-অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সমন্বয় ঘটানো। তাঁর কাছে গণতন্ত্র নিছক একটি সরকারি কাঠামো নয়, তা কেবল নাগরিক এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কও নয়। তিনি মনে করেন, গণতন্ত্র হল 'সংশ্লিষ্ট জীবনের একটি রূপ', 'সমন্বিত সংযোগের এক অনুশীলন', 'সহনাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের এক মানসিকতা' তাঁর স্বভাবধর্ম। সামগ্রিক কল্যাণের জন্য বিভিন্ন বর্গের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সে বিশেষ মূল্য দেয়। আজ যখন আমরা ভিতরের এবং বাইরের বিভিন্ন সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে ভারতের উদার সাংবিধানিক কাঠামোটিকে রক্ষা করতে চাইছি, তখন আম্বেডকরের এই গণতন্ত্র-ভাবনা আমাদের মূল্যবান পাথেয় হতে পারে।

দুর্ভাগ্যের কথা, আম্বেডকরের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে ছোট করার একটা চেষ্টা চলছে। কিছু বিক্ষিপ্ত উন্মাগগামী তাঁর মূর্তিকে কলঙ্কিত করতে চাইছে। কিন্তু যাঁরা একটা সত্যিকারের উন্নততর ভারত গড়তে চান তাঁদের কাছে আম্বেডকর যেমন মহান ছিলেন, তেমনই থাকবেন।

ইতিহাসবিদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। (মতামত ব্যক্তিগত)
(আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

হিউ এন সাঙ বৌদ্ধ মঠে চা-পান উৎসব

এক অভিনব চা চক্রের সাক্ষী রইল এই কলকাতা মহানগরী। হিউ-এন-সাঙ বৌদ্ধ মঠের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই চা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রথম খাস চিনা দূতাবাসের তরফে এমন কোনও অনুষ্ঠান হল শহরে। পশ্চিম চৌবাগায় ওই বৌদ্ধ মঠে চিন থেকে আগত বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু গত ১৪ই মার্চ (বুধবার) নিজের হাতে চা বানিয়ে পরিবেশন করেন। চা তৈরির নেপথ্যেও যে এত ধরনের নিষ্ঠা থাকতে পারে তা ওই আয়োজন না দেখলে বোঝা যেত না। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার চিনা দূতাবাসের কলসাল জেনারেল মা জাউ। তিনি বলেন "১৯৬০ সালে পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙের স্মৃতিতে এবং স্থানীয় চিনা অধিবাসীদের ধর্মচর্চার উদ্দেশ্যে এই বৌদ্ধমঠ তৈরি করা হয়। তা দেখতে দেখতে আজ ৫০ বছর হয়ে গেল। ভারত ও চিনের মধ্যে নানা সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে এইটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

এবার অযোধ্যায় জমি বিতর্কে নতুন দাবিদার হল বৌদ্ধ সম্প্রদায়

অযোধ্যা ১৪ই মার্চ, এবার অযোধ্যায় জমি বিতর্কের নতুন মোড় দেখা দিয়েছে। বিতর্ক উস্‌কে দিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায় জানাল, অযোধ্যায় বিতর্কিত জমি আসলে তাদের। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্যরা এই দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

তাঁদের আবেদনে এই দাবির পক্ষে বলা হয়েছে যে ২০০৩ সালে লখনউ আদালতের বিচারক বেঞ্চের নির্দেশে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ অযোধ্যায় চারটি খননকার্য চালায়। সেই কার্যে বেশ কিছু বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

গত ৬ই মার্চ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষে বিনীত কুমার মৌর্য সুপ্রীম কোর্টে এই বিষয়ে আবেদন জানিয়েছেন, তিনি আবেদনে দাবী করেন যে বাবরি মসজিদ তৈরীর আগে অযোধ্যার ওই স্থানে যে মন্দির ছিল তা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের। খনন কার্যের সময় ওই এলাকা থেকে বৌদ্ধ স্তুপ, গোলাকৃতি বৌদ্ধস্তুপের দেওয়াল ও স্তম্ভ উদ্ধার করা হয়েছে—যার সঙ্গে বৌদ্ধবিহারের সম্পর্ক রয়েছে।

তিনি তাঁর আবেদনে আরও জানান, কোনও মসজিদ বা হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খননকার্যের সময় পাওয়া যায়নি। খননকার্য বহুদূর পর্যন্ত হয়েছিল। বুদ্ধগয়া, কপিলাবস্তু, কুশীনগর এবং সারনাথের মত অযোধ্যার বিতর্কিত জমিকেও বৌদ্ধদের বলে ঘোষণা করার জন্য বিনীত কুমার মৌর্য শীর্ষ আদালতের কাছে আর্জি জানান।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কোল-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

বাংলাদেশ সরকারের অমর একুশে পদক প্রদান

বাংলাদেশ সরকার এই বছর ২১জন গুণী ব্যক্তিকে অমর একুশে পদক প্রদান করেছে। এই সম্মাননা ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রদান করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবছর ভাষা আন্দোলনের জন্য সম্মাননা পেলেন ২ জন, সঙ্গীতের জন্য ৭ জন, নাটকের জন্য ৩ জন, সাংবাদিকতার জন্য ১ জন, গবেষনার জন্য ১ জন, অর্থনীতিতে ১ জন, সমাজ সেবায় ১ জন, ভাষা ও সাহিত্যে ৫ জন। এই পাঁচ জনের মধ্যে একজন হলেন চট্টগ্রাম জেলার বৌদ্ধ লেখক—সুব্রত বড়ুয়া।

বাবাসাহেবের মত আমিও পিছিয়ে পড়াদের অনুপ্রেরণা

নয়াদিল্লী ২৫শে মার্চ, এই দিন রেডিওর মাসিক 'মনকি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেকে প্রায় আম্বেদকরের জায়গায় স্থাপন করে বলেন—বাবা সাহেবকে একসময়ে উপহাস করা হত। কিন্তু তিনি ছিলেন আমার মত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর অনুপ্রেরণা। তিনি আরও বলেন, জীবনে সফল হতে হলে কোনও ব্যক্তিকে যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেই হবে এমনটা নয়। হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া এক অতি সাধারণ ব্যক্তিও স্বপ্ন দেখার অধিকার রাখে এবং জীবনে তা বাস্তবায়িত করতে পারে। এর অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন বাবাসাহেব বি. আর. আম্বেদকর। তাঁকে নিয়েও অনেকে বিদ্রুপ করেছিলেন। কিন্তু একটি দরিদ্র পরিবারের ছেলেও যে এই দেশকে নতুন পথ দেখাতে পারে তা প্রমান করেছিলেন তিনি। আজকের ভারত হচ্ছে আম্বেদকরের সেই স্বপ্নের দেশ। আজ হতদরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর সাধারণ মানুষই দেশের মূল চালিকাশক্তি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জোর গলায় বলেন—তিনি বাবা সাহেবের অনুগামী। বাবাসাহেব ছিলেন লক্ষ্য লক্ষ পিছিয়ে পড়া দেশবাসীর অনুপ্রেরণা। একই সঙ্গে তিনি এ-ও ঘোষণা করেন ১৪ই এপ্রিল বাবাসাহেবের জন্মবার্ষিকীতে "গ্রাম স্বরাজ" অভিযানের সূচনা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। চলবে ৫ই মে পর্যন্ত। এই কর্মসূচীতে থাকবে সামাজিক ন্যায় বিচার নিয়ে আলোচনা ও গরিবদের উন্নতি বিধ্যানের জন্য নানাবিধ কর্মপন্থা গ্রহণ ও নানাবিধ শিল্পায়নের পরিকল্পনা ইত্যাদি।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত(জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা ক(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "Buddha Gaya Temple Management Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, এবং Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রত্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

অতীতের পাতা থেকে....

সংগ্রামের হাতিয়ার

রথীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের উদ্যোগে ২০শে অক্টোবর ১৯৯০ সালে এক যুগান্তকারী বাঙালী বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বাঙালী বৌদ্ধদের অর্থনৈতিক, চাকুরী ও ব্যবসা ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার অভাব, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ার নানা কারণ অনুসন্ধান এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে পালি ভাষা শিক্ষার সঙ্কোচন প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৫ দফা খসড়া প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সম্মেলনে পৌরহিত্য করেন মাননীয় বিচারপতি অরুণাভ বড়ুয়া।

সম্মেলনে আলোচনার ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় ১১নং প্রস্তাব নিয়ে! সেই প্রস্তাব ছিল— "বাঙালী বৌদ্ধেরা বড়ুয়া, মুৎসুদ্দি, তালুকদার, চৌধূরী প্রভৃতি নানা ভাবে পরিচিত। তৎমধ্যে 'বড়ুয়া' বলতে ত্রিপুরা রাজমালার কাহিনী মতে 'সেনাপতি বা সেনাধ্যক্ষ'! যাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত ভূ-ভাগে বাস করে বিভিন্ন সামরিক অভিযানে সমতল ভূমিতে আসে এবং স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে— তাঁদের পূর্ব পুরুষ মূলতঃ 'ট্রাইব'। ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে বড়ুয়ারা তৎকালীন 'মগ' উপজাতির অন্তর্গত। অনুরূপ ভাবে মুৎসুদ্দি, তালুকদার বা চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে 'রাজ কর্মচারী' তালুকের অধিকারী হলেও তাঁরাও কিন্তু বড়ুয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সরকারের তফশীলে বর্ণিত ট্রাইব হিসাবে বড়ুয়ারা সঙ্গত কারণেই সংরক্ষণের অধিকারী।

এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে বড়ুয়াদের সহজ পদ্ধতিতে 'ট্রাইব' হিসাবে চাকুরীর সুযোগ দেওয়া হউক এবং বর্ত্তমান পদ্ধতি শিথিল করিয়া বৌদ্ধ ধর্মগুরুর সুপারিশের ভিত্তিতে আশু এই ব্যবস্থা কার্য্যকর করা হউক।

এই প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে মাননীয় সদস্যেরা আলোচনা করেন এবং এই ১১নং প্রস্তাব নিয়ে বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে একটি নমুনা সমীক্ষা 'রেফারেন্ডাম' হিসাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। রেফারেন্ডামের তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি বেছে নিয়ে হ্যাঁ বা না চিহ্নে অভিমত আহ্বান করা হয়। বিষয় তিনটি ছিল—

(ক) আর্থিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর

(খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

(গ) বড়ুয়া (মগ)"

২৫শে নভেম্বর ১৯৯০ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের সংলগ্ন ময়দানে নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পুনরানুষ্ঠিত সম্মেলনে সমীক্ষা রেফারেন্ডামের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় সমগ্র বৌদ্ধজাতি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে 'বড়ুয়া (মঘ)' এই বিষয়ে তাদের দ্ব্যার্থহীন রায় প্রকাশ করেছেন। সম্মেলনের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি অরুণাভ বড়ুয়া ঘোষণা করেন এই রায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হল।

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বাবাসাহেব ভারতরত্ন আম্বেদকরের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার আয়োজিত 'অল ইন্ডিয়া বুড্ডিস্ট কনফারেন্স' ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯০ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিও বাঙালী বৌদ্ধদের প্রকাশ্য অধিবেশনে এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রস্তাবের অনুলিপি প্রেরিত হয়।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন বৌদ্ধদের চাকুরী ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ও বেকারী ঘুচাবার সেদিন যে সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন আজ তা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এই সংগঠন এই কৃতিত্বের মূল অংশীদার।

বেকার বৌদ্ধ ভাইবোনদের অনেকেই আজ চাকুরী পেয়েছেন এবং তাঁদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষতঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা যথা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভর্তি হয়ে অনেক বৌদ্ধ ছাত্র-ছাত্রী আপন মেধার পরিচয় দিচ্ছে।

আজ বৌদ্ধদের জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে যাঁরা উপকৃত হয়েছেন বা হচ্ছেন তাঁরা এই সংগঠনের প্রতি তাঁদের যে দায়বদ্ধতা আছে সে সম্পর্কে ক'জন সজাগ আছেন? আজ আমাদের আত্মসমীক্ষার দিন। শুধু মাত্র পরিবার প্রতিপালন ছাড়াও মানুষ হিসাবে আমাদের কিছু কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য যে সংগঠনকে অবলম্বন করে আজ আমাদের জীবনে স্বচ্ছলতা এসেছে তার জন্য কিছু করা, তাকে কিছু দেওয়া।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন বিশেষ কিছু চায় না। কিন্তু প্রত্যাশা করে সকলের সহযোগিতা। এই সহযোগিতা কাদের জন্য? যারা এই সংগঠনের অর্জিত অধিকার ভোগ করছেন তাঁরা কিন্তু একবারও ভেবেছেন কি এই অধিকার রক্ষা করতে হবে নতুবা যেকোনো দিন সরকারী বিভিন্ন হস্তক্ষেপে তা বানচাল হতে পারে বা বাতিল হতে পারে। আজও যারা চাকুরীর সুযোগ পায়নি তাদের বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে এই সংগঠনই বিভিন্ন ডেপুটেশন, চেষ্টা তদবির ইত্যাদিতে সক্রিয় কিন্তু সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বন্ধুদের অনেকেরই টিকি দেখা যায় না, তাদের সম্পর্কে আমাদের সংগঠন কিন্তু সচেতন। তাঁদের সময় থাকতে আমরা সচেতন করে দিতে চাই—সংগঠন ছাড়া আপনাদের এই অর্জিত অধিকার থাকবে না। এখনও দেরী হয়ে যায়নি। সংগঠনের পতাকাতলে জোট বাধুন এবং আপন স্বার্থ তথা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত করুন।

বাঙালী বৌদ্ধদের বিভিন্ন সম্মেলনে আমি চাকুরী প্রাপ্ত বন্ধুদের মধ্যে বারংবার আবেদন রেখেছি— আপনারা আজ যারা চাকুরী পাচ্ছেন তারা অবশ্যই বিবাহ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ পাত্রী বিবাহ করবেন। তাহলে কন্যাদায় গ্রস্ত বৌদ্ধ পিতামাতা যেমন উপকৃত হবেন তেমনি আমাদের বৌদ্ধকৃষ্টি ও সামাজিক মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সংস্কার আরো সুদৃঢ় হবে এবং সদ্ধর্মের উন্নতি হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ ব্যাপারে কিছু কিছু অসবর্ণ বিবাহের নজির সম্প্রতি লক্ষ্য করছি। যা পীড়াদায়ক ও বৌদ্ধ আদর্শের পরিপন্থী।

আরো একটি বিষয়ে চাকুরীপ্রাপ্ত বন্ধুদের সতর্ক করে দিতে চাই— যে হিন্দুসমাজ পণপ্রথাকে বর্জন করতে সচেষ্ট সেই কুপ্রথাকে বৌদ্ধেরা আজ গ্রহণ করতে উদ্যত এবং এটা সদ্য চাকুরীপ্রাপ্ত বন্ধুদের বা পরিবারের সদস্যদের ভেবে দেখতে হবে। পণপ্রথা একটি ঘৃণ্য প্রথা এবং কয়জন বৌদ্ধ পিতামাতার সামর্থ্য আছে তা ভেবে দেখা দরকার। চাকুরী সূত্রে আজ যে পদমর্যাদা তা যেন সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়। আমাদের সমাজে আই.এ.এস. ও আই.পি.এস. পদমর্য্যাদার অফিসারের প্রয়োজন আছে, সেটা নিশ্চয় সার্টিফিকেট যোগাড়ের সময় সবাই উপলব্ধি করেছেন। কাজেই আপনি সমাজকে কতভাবে সাহায্য করতে পারেন ভেবে দেখুন।

পরিশেষে বলি তফশীলি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠন ও সংখ্যালঘু কমিশন একযোগে যেভাবে S.C. / S.T. -র স্বার্থরক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছে, আমাদের সংগঠনও যেভাবে উদ্যোগী হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা যাতে আমাদের অর্জিত অধিকার সংরক্ষিত করতে পারি তার জন্য এগিয়ে আসুন নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন হোক আপনার আমার সংগ্রামের হাতিয়ার।

(নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধসংগঠনের বার্ষিক সভা-১৯৯৯ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।)

Meditation may lower anxiety, boost heart health

WASHINGTON : Just a single session of meditation can alleviate anxiety and boost heart health, a study has found.

Researchers from Michigan Technological University in the US found that that 60 minutes after meditating the 14 study participants showed lower resting heart rates and reduction in aortic pulsatile load - the amount of change in blood pressure between diastole and systole of each heartbeat multiplied by heart rate.

Additionally, shortly after meditating, and even one week later, the group reported anxiety levels were lower than premeditation levels.

It sounds like a late-night commercial: In just one hour you can reduce your anxiety levels and some heart health risk factors. But a recent study with 14 participants shows preliminary data that even a single session of meditation can have cardiovascular and psychological benefits for adults with mild to moderate anxiety.

“Even a single hour of meditation appears to reduce anxiety and some of the markers for cardiovascular risk,” said John Durocher, assistant professor at Michigan Technological University.

While it’s well-documented that meditation over the course of several weeks reduces anxiety there have been few comprehensive research studies on the benefits of a single meditation session. Researchers wanted to understand the effect of acute mindfulness on cognition and the cardiovascular system to improve how anti-anxiety therapies and interventions are designed.

They designed the mindful-ness study to include three sessions. First, in an orientation session researchers measured anxiety and conducted cardiovascular testing by measuring heart rate variability, resting blood pressure and pulse wave analysis; then there was meditation session that included repetition of the cardiovascular testing plus the mindfulness meditation - 20 minutes introductory meditation, 30 minutes body scan and 10 minutes self- -f guided meditation - as well as . repeating cardiovascular measurements immediately following meditation and 60 minutes after. This was followed by a post-meditation anxiety test a week later. During a body scan, the participant is asked to focus intensely on one part of the body at a time, beginning with the toes. By focusing on individual parts of the body, a person can train his or her mind to pivot from detailed attention to a wider awareness from one moment to the next. “The point of a body scan is .that if you can focus on one single part of your body, just your big toe, it can make it much easier for you to deal with something stressful in your life. You can learn to focus on one part of it rather than stressing about everything else in your life,” said Hannah Marti, a Michigan Tech graduate. AGENCIES

Courtesy : Millenium Times; Kolkata

No contingency plan yet to save sacred Bodhi Tree

Abdul Qadir

GAYA: The fear of sacred Bodhi tree’s fall on account of natural calamities like strong winds, earthquake and flood has been stirring Buddhist followers for long.

According to general secretary of the International Buddhist Council (IBC), Pragya Deep, the tree is very sacred for the Buddhist devotees and, it was for the shrine management committee to prepare a contingency plan to meet any eventuality. “The emotional attachment of the Buddhists with the tree that symbolises Buddha’s enlightenment is unfathomable,” said the monk.

The IBC represents about 50 foreign monasteries located in Bodh Gaya. The Bodhi tree is said to be a direct descendant of the original tree under which Buddha attained enlightenment, is now known as Mahabodhi Mahavihara. Sources claimed that it was brought from Sri Lanka where saplings were sent by King Ashoka.

Asked whether there is any ‘Plan- B’ for the sacred tree, Gaya DM Abhishek Singh, who is also the ex-officio chairman of the shrine management committee said Nangzey Dorjee, member secretary of Bodhgaya Temple Management Committee (BTMC) was the right person to take a call on this matter.

On account of the less than adequate availability of darkness during night hours and resultant photosynthesis deficiency, soil compaction and pollution caused by over zealous devotees, the tree has faced with health-related issues. A few years back, the tree suffered from mealybug, a plant disease caused mainly by photosynthesis deficiency.

Sources say that during one of the visits of plant scientist NSK Harsh, former professor, Forest Research Institute, Dehradun, Plan B came up for discussion.

Sources added that two options are available for replacement of the tree with its own DNA profile. The options are cloning of the tree and frozen preservation of its own seeds. Cloning, according to well placed sources, was a risky venture as the process may lead to mass reproduction of the sacred tree, thereby compromising with its unique status.

Plant scientists are reportedly in the favour of the safer option of preservation of the seeds in a frozen state. Sources, however claimed that the technique for the same is not available locally and for that specialist agency with good credentials is required. Experts claimed that Forest Research Institute (FRI), Dehradun, scientists may provide expert advice to the shrine committee in this respect.

Courtesy : Times of India

50 IIT alumni quit jobs to form political party

GUNJAN SHARMA

NEW **DELHI:** A group of 50 alumni from the prestigious Indian Institutes of Technology (HTs) across the country have quit their jobs to form a political party to fight for the rights of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

The group, which is waiting for an approval from the Election Commission, has named their outht Bahujan Azad Party .We are a bunch of 50 people, all from different lITs, who have quit our full-time jobs to work for the party. We have applied to the Election Com-

mission for an approval and are meanwhile doing ground work, Naven Kumar, a 201511T Delhi graduate, who is leading the group, told PT1.

The party members, however, do not wish to jump the gun and aim for the 2019 Lok Sabha elections.

We do not wish to do a hurried job and end up being reduced to just one of those small political outfits with big ambitions. We will begin with contesting,t^e2U20 Bihar Assembly elections and then aim for the next Lok sabha polls, Kumar said.

The group, which includes members mostly from the

SC, ST and OBC communities, feels that the backward classes have not received their due in terms of education and employment.

All set with a poster which has pictures of B R Ambedkar, Subhas Chandra Bose and A P] Abdul Kalam, among others, the party has already begun a social media campaign.

Once we have the registration, we will form small units of the party which will start work-,ing on« the ground ior our target groups.

We also do not wish to pitch ourselves as a rival of any political party or ideology, Kumar added. PTI

'World s oldest person' Nabi Tajima dies in Japan *at 117*

TOKYO, JAPAN: A 117-year-old Japanese woman, thought to be the world's oldest person, has died, a local official told AFP on Sunday. Nabi Tajima, who was born August 4, 1900, died around 8:00 pm (1100 GMT) Saturday at a hospital on her native Kikai Island in Kagoshima region, according to Susumu Yoshiyuki, a health and welfare official.

Tajima, who became the oldest woman in Japan in September 2015, could have been the oldest person in the world since Violet Brown of Jamaica died in September 2017 at age 117, Japanese media said.

Since Brown's death, Guinness World Records has been investigating who is the oldest person in the world and was yet to recognise Tajima as such.

The oldest man in the world is 112-yeaf-old Masazo Non-aka of Japan, the organisation announced on April-10.

"Ms Tajima was living at a nursing centre for the elderly. In January, she became weaker, so she was taken to a local hospital," Yoshiyuki told AFP.

"She died there (Satur-day) due to her advanced age," he said.

Japan is known for the longevity of its people and has been home to several oldest title holders.

There are around 68,000 people aged 100 or older in the country, the government said last year. AGENCIES

First century AD cave found in Gunadala, A.P.

Vijayawada: A rock-cut Buddhist cave dating back to 1st century AD was discovered at Gunadala, Vijayawada east assembly constituency on Wednesday.

The cave first came to the notice of local MLA Gadde Rama Mohan Rao, during his 'gadapa gadapaku Telugu Desam/ a door-to-door party tour. After spotting the cave, he alerted Buddhist archaeologist and CEO of Cultural Centre of Vijayawada and Amaravati Dr E Sivanagi Reddy.

Dr Reddy thoroughly explored the cave. He told TOI that the rock-cut cave has an open verandah measuring 20 feet by 12 feet, a mandapa (15xl2ft) and a cell (8x6 ft). The cell is believed to the residence of the chief monk, which acted as a retreat (vassavasa) during rainy season, which lasted for about four months.

"The cave bears historical significance in the field of Buddhist cave architecture in the Deccan region. With this cave, Vijayawada will find a place in the Buddhist circuit map of India," Dr Reddy said. Based on the plain nature of the rock-cut cave and the absence of ornamental motifs, Dr Reddy said the cave dates back to 1st century AD, which makes it part of the Satavahana period.

The Buddhist cave was chiselled from a rock of the Gunadala hill. It was appropriated by the Brahmanical faith during the 7th and 8th centuries (Vengi Chalukyan period) when Buddhism was on its decline. The cave was re-fashioned with octagonal pillars on either side and the walls were smoothened.

The locals said a small figure of goddess Kanaka Durga was installed in recent times and they called it Kanaka Durga cave.

Gadde Rama appealed the archaeology officials to declare it as a protected site and develop it as a tourist spot by erecting a sign board and directional board on the roadside in Gunadala.

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই প্রাপ্ত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা অপানাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

বিদর্শন ভাবনা শিবির

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের "ধর্মগঙ্গায়" আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদি ধ্যান শিবিরের সময় সারণী নিম্নরূপ—

দশদিনের ধ্যান শিবির—

২রা—১৩ই মে, ২০১৮
৩০শে মে—১০ই জুন, ২০১৮
১৩—২৪ জুন, ২০১৮
২৭শে জুন—৮ই জুলাই, ২০১৮
১১—২২ জুলাই, ২০১৮

বালিকাদের ধ্যান শিবির—

১৬—২৪ শে মে, ২০১৮

দুই দিনের ধ্যান শিবির—

২৬—২৮শে জুলাই, ২০১৮

এক দিনের ধ্যান শিবির—

২৯শে এপ্রিল, ২০১৮
১৩ই মে, ২০১৮
২৭শে মে, ২০১৮
১০ই জুন, ২০১৮
২৪শে জুন, ২০১৮
৮ই জুলাই, ২০১৮
২২শে জুলাই, ২০১৮
২৯শে জুলাই, ২০১৮

যোগাযোগ : ফোন ০৩৩-২৫৫৩২৮৫৫, ২২৩০৩৬৮৬, ২৩৩১১৩১৭; e-mail: info@ganga.dhamma.org

খবর একনজরে

● লেনিন, পোরিয়ার ও শ্যামাপ্রসাদের পরে এবার ভেঙে দেওয়া হল বি. আর. আম্বেদকরের মূর্তি। গত ৬ই মার্চ মধ্যরাতে উত্তরপ্রদেশের মেরঠের মাওয়ানায় আম্বেদকরের মূর্তির উপরে হামলা চালায় অজ্ঞাত-পরিচয় দুস্কৃতিরা। ৭ই মার্চ সকালে আম্বেদকরের ভাঙা মূর্তি দেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন দলিতরা। পুলিশ এসে দুস্কৃতীদের ধরার প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিবাদীদের অবরোধ উঠে যায়। মেরঠ প্রশাসন জানিয়েছেন যে ঐ জায়গায় আবার একটি আম্বেদকরের মূর্তি বসানো হবে।

● মথুরা ৫ ফেব্রুয়ারী, মথুরার আম্বেদকর পার্কে ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেল ড. বি. আর. আম্বেদকরের মূর্তি। স্থানীয় জনগণ এই ঘটনার জন্য মথুরা সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ক্রান্তি শেখর সিং-এর অফিসে বিক্ষোভ দেখান। তারপর থানায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের নামে এফ.আই.আর. করা হয়। পরবর্তীত ওই স্থানে বসাবার জন্য আলিগড় থেকে নতুন ভাবে তৈরী করে আর একটি আম্বেদকরের মূর্তির ব্যবস্থা করা হয়।

● লখনউ ২৯শে মার্চ; ভারতের সংবিধান প্রনেতা ড. বি.আর.আম্বেদকরের "রামজি"কে ছাড় দিল না উত্তর প্রদেশের "যোগি সরকার"। অনুষ্ঠানিক ভাবে সেই রামজীকে সরকারি স্বীকৃতি দিল তারা।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে সমাজবাদী পার্টি। এই দলের নেতা-নেত্রীদের অভিমত হল যোগি সরকার দলিতদের আবেগ নিয়ে রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে ভোটের দিকে তাকিয়ে।

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- $5'2\frac{1}{2}''$ ।

২। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9836548282।

৩। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

৪। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

৫। **পাত্র :** হাওড়া নিবাসী, Construction ব্যবসা, উচ্চ-মাধ্যমিক, বয়স-৩৫, উচ্চতা- ইঞ্চি, যোগাযোগ : 9051479751।

৬। **পাত্রী :** বয়স ২২, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

৭। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৮। **পাত্র :** BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা- , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।

৯। **পাত্রী :** বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সুশ্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।

১০। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

১১। **পাত্রী :** মহেশতলা-নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স-২৪। MSc এবং IISER-Bhopal-এ গবেষণারত, যোগাযোগ : 8240369272 / 033-24909742।

১২। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech (IT), বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8420629663।

১৩। **পাত্রী :** টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।

১৪। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, সুশ্রী, উচ্চতা- , M.Com., সরকারী চাকুরী। যোগাযোগ : 7890991230

১৫। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইবার, বয়স ২৭+ উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9432437856

১৬। **পাত্রী :** কৃষ্ণনগর, নদীয়া নিবাসী, অধ্যাপক, সরকারী, পলিটেকনিক কলেজে, বয়স-৩৫, উচ্চতা- । যোগাযোগ : ফেডারেশনের অফিস

১৭। **পাত্রী :** বেহালা নিবাসী, M.Com., পাশ, বয়স-৩২ বৎসর, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের অফিসার। উচ্চতা- । যোগাযোগ : 7278430657

১৮। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা- , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুপকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015

ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করেছেন—

শ্রীদেবজ্যোতি বড়ুয়া

এবং

শ্রী ঋত্বিক বড়ুয়া

৫২, গ্রীণ পার্ক, লেক টাউন, কলকাতা-৫৫

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত